ধাক্কা দাও খুলে যাবে

দীপেন রায়

ছিল নিমন্ত্রণ তোমাদের বিবাহে যাবার।
ধর্মতলায় লেনিনকে দেখছিলুম অতি ছিমছাম,
মালি এসে পরিষ্কার করেছে খুব ঘসে মেজে
অমন সুন্দর কি ফুটে উঠবে আমাদের দেশ!

কতদিন মেথর দেখিনি, কলকাতাকে ধুয়ে দিত যে,
হাইড্রান্টে জল নেই, খটখটে শুকনো দু-ধার
খবরের কাগজ বলছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া
এখানে মহামারী ধারণ করছে।

ফোনে -ও পাচ্ছি না—ভালো আছো কিনা
কাল উৎসুক ফোন করেছিল পাবলিক বুথ।
মড়া ভেসে গেছে জলে, খুঁজে পাচ্ছ না লাশ
ময়দানের হাওয়া খুলে ধর্ণায় এসো

ধাক্কা না দিলে কেউ ছেড়ে যাবে ভাবো।
রাস্তা বন্ধ, রেল রোকো—কেউ বলবে না কিছু!
লাল বাজারের যত পুলিশ প্যারেডে দাঁড়াক
খবর পৌঁছে দেবো পি. টি. আই. রয়টারে।

ভাবো, পথ একটা আছে উৎরে যাওয়া যাবে।
সবুজ ডালে ঝোলে গন্ধমাখা কাগজি লেবুগুলো
কেউ তুলবে—তুমি না-হয় ওরা কেউ
জমি কখনো কারো ফাঁকা থাকে নাকি!

নক্ষত্র তোমাকে ডাকে, জল জঙ্গলের কুমীর
মানুষ যতটা হায়েনা—অতটা, হায়েনা নিজে কি!
তবু তুমি অবিচ্ছেদ্য—ডাবের ভিতরে শাঁস জল,
ধাক্কা দাও খুলে যাবে অর্গলের দু'-ধার দু'-দিকে!

এই সেই অন্ধকার

দীপেন রায়

এই সেই অন্ধকার—শ্যাওলা -পাথর - পাহাড়
মড়া আগলে কেউ মানুষকে ডাইনি ক'রে খুন করে
আক্রোশ বসত।
পূর্বপুরুষের এই দেশ ঝামা পাথরের অন্ধকারে
প্রকৃত ডাইনীরা কতো— পোড়া - নারাঙ্গা শরীর
ঘুমের ভিতর নিদ্রা থেকে তুলে একে ওকে
যাকে অপছন্দ— তাকে—
প্রতিহিংসার মাড়ি কঠিন ও কিম্ভুত

মৃতেরা এখন মর্গে খুনীরা চাষে ও আবাদে
কেবল ঘুমোতে পারি না আমাদের আচাভুয়া লাগে।

অর্কিডের কবিতা

দীপেন রায়

'শেষলেখা' থেকে 'অন্বিষ্ট' 'সাতটি তারার তিমির'!
গরাণহাটা থেকে গড়িয়াহাট, কম্পানির বাগান থেকে
কাকদ্বীপের খাড়িঃ 'রাখাল বালকের সঙ্গে'
চেতনার পান্না সবুজ হলো।
কেউটের ছোবল হড়কে জীবনের সমুদয়
অভ্যাসসাপেক্ষ তবু কারণিক—দগ্ধ হৃদয় খোঁজে জলোচ্ছ্বাস

সময়ের ঝুরি ধরে কেবলই অন্যথাচরণ নয়তো এলোমেলো কথা দিয়ে
বিনুনি বানায়, সে হলো এ-মুড়ো অনেকে।
সমূল অন্ধকারে সত্য যে কঠিন, অনুসন্ধানের অলসতা—
আমাদের দেরি হয়ে যায়।

মাটি জাগে, বিধ্বস্ত পাহারাদার, তোমার চেতনাতীত মনে
আশ্রয়শীলতা,
মানবপ্রকৃতি,
জনশ্রুত ভালোবাসা পায় উৎসাহী আকাশ
নৈঃশব্দ্যকে ভাঙি, অস্তির শিকড়ে
আমাদের তিনটিই ঋতু
বিশ্বকে ভাঁড়ারে রেখে নকশার বদল ঘটায়।